

উইন্ডোজ স্টার্টআপের গোপন রহস্য

তাসনুভা মাহমুদ

যখন বিভিন্ন সুইচ অন করা হয় তখন তরুণিকভাবে বিভিন্ন জিনিস খবর হয়ে ওঠে। একইভাবে মোবাইল ফোনের সুইচ অন করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কিন্তু পিসির পাওয়ার সুইচ অন করার পরপরই পিসি তরুণিকভাবে কাজ করার উপযোগী হয়ে উঠেছে এমনটি কী কখনো দেখা গেছে বা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? এর উত্তর হ্যাঁ-বোধক না হয়ে যে না-বোধক হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু কেন? আর এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে পিসি উইন্ডোজ লোড করার সময় পর্দার আড়ালে কী ঘটে এবং কিভাবে এই প্রসেসের পত্তিবোধ বাড়ানো যায়।

স্টার্টআপ প্রসেস

যে মুহূর্তে পিসির সুইচ অন করা হয়, পিসি কিছু সেকেন্ড টেম্পোরি সচিব্র পালন করে যা POST বা পাওয়ার অন সেকেন্ড টেস্ট হিসেবে পরিচিত। এটি একটি রপটিন সেট যেখানে পিসি পরীক্ষা করে দেখে প্রসেসর, মেমরি এবং হার্ডডিস্কের উপস্থিতি এবং এগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে কি না ইত্যাদি। এসব টেম্পোরি তথ্য জিনিসে প্রদর্শিত হতে পারে বা প্রস্তুতকারকের লোগোর আড়ালে হিডেন অবস্থায় থাকতে পারে।

ওপরে উল্লিখিত কাজগুলোর সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় বায়োসে (বেসিক ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম) এটি মাসারবোর্ডের একটি চিপ যার রয়েছে তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরের (ROM) রিড অনলি মেমরি। বায়োসে পিসিতে তৈরি করা থাকে অর্থাৎ পিসির সাথে কিট-ইন

এরপর মাস্টার বুট রেকর্ড (MBR)-এর জন্য বায়োসে হার্ডডিস্ক অনুসন্ধান করে। বলা যায়, পিসির সাথে উইন্ডোজের এটিই প্রথম সরাসরি সংযোগ এবং যখন মাস্টার বুট রেকর্ড খুঁজে পায় তখন অপিকের জন্য জিনিস খালি

অন্যকাজের স্টার্টআপ আইটেমকে ডিঅ্যাক্টিভ করা

* চালু করার স্টার্ট (Startup) টুল, যদি প্রস্তুত করে তাহলে Constant-কে চিহ্নিত করুন। যেসব প্রোগ্রাম উইন্ডোজের সাথে স্টার্ট হওয়ার জন্য সেট করা থাকবে সেগুলো সিস্টেম হাবে। এবার একটি প্রোগ্রামে ভাবন চিহ্নিত করলে সেই প্রোগ্রামে কনস্টেন্ট বারো বিহীনিত করা জায়া যাবে। বিস্তৃত হিসেবে একে ডান ক্লিক করুন এবং Google বা Yahoo! অংশন থেকে বেছে নিন Search Intent এ অংশন।



* উইন্ডোজের সাথে যাতে সিস্টেম প্রোগ্রাম চালু হতে না পারে সেগুলো ফাইল বা প্রোগ্রাম নামের পাশে চিহ্নিত দিন। প্রস্তুত করলে 'X' বোঝে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে অন্য প্রোগ্রামগুলো ডিঅ্যাক্টিভ করুন। এই কাজ শেষ হওয়ার পর পিসি রিস্টার্ট করে দেখুন স্টার্টআপ স্পর্শকন হয়েছে কি না।

* যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে Startup টুল করে প্রোগ্রাম এন্ট্রি পরিষ্কার করে চিহ্নিত দিন যাতে এটি উইন্ডোজের সাথে আবার চালু হতে পারে। যদি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অন্যকাজের এন্ট্রিগুলো তৃতীয়ভাবে দূর করে দিন। এখন যেগুলো এন্ট্রিতে ভুল চিহ্নিত করণ করা বেছে দিন।

হয়ে যায় অর্থাৎ রাফ হয়। যদি উইন্ডোজ আগে থেকেই লোড হতে ব্যর্থ হয় অথবা F8 কী চাপা হয় তাহলে একটি বুট মেনু অবিবর্ত্ত হতে যেখানে উইন্ডোজকে তার কাজ চলিয়ে নেয়ার জন্য একটি ভিন্ন পথ অফার করতে যেমন Safe Mode এবং Last Known Good Configuration. এরপর উইন্ডোজ লোড করবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইল, ড্রাইভার এবং সেটিং। এগুলো কমপিউটারের মেমরিতে দরকার হবে এবং এই সময়টি হলো সেই সময় যখন উইন্ডোজের লোগো জিনিসে অবিবর্ত্ত হবে। এ কাজটি শেষ হওয়ার পর প্রয়োগকাম জিনিস অবিবর্ত্ত হয় এবং আপনাকে প্রস্তুত করা হবে আপনার ইন্টার অ্যাক্টিভে লগ অন করার জন্য। অবশ্য এটি নির্ভর করছে কিভাবে উইন্ডোজকে সেটআপ করা হয়েছে তার ওপর। যেই সেটিংই প্রয়োগ করা হোক না কেনো উইন্ডোজ ড্রেকটাপ অবিবর্ত্ত হবে।

স্টার্ট প্রসেস এখানেই শেষ নয়। যদি কোনো প্রোগ্রাম উইন্ডোজের সাথে চালু করার জন্য সেট করা থাকে বা সেট করা হয়, তাহলে তা এখানেই লোড হয়। যদি অনেকগুলো প্রোগ্রাম উইন্ডোজের সাথে লোড হওয়ার জন্য সেট করা থাকে, তাহলে পিসির পুরো নিয়ন্ত্রণে আবার জন্য কয়েক মিনিট সময় নিতে পারে।

উইন্ডোজ লোড হওয়ার সময় সত্যিকার অর্থে কী ঘটে- তা যদি দেখতে চান, তাহলে Windows-এ চলে যান ২ চালুন রাশ ডাচালগ বক্স প্রদর্শনের জন্য। এরপর কমান্ড বক্সে Mscnfig টাইপ করে এন্টার চাপুন। এর ফলে চালু হয় 'সিস্টেম কনফিগারেশন' নামের টুল। সুইচ করুন Boot ট্যাবে (এক্সপির কেডে BOOT.INI) এবং 'OS boot information'-এ চিহ্নিত করুন বা এক্সপির কেডে 'OS'-এ চিহ্নিত করুন। এরপর OK-তে ক্লিক করে রিস্টার্ট করুন পর্দার আড়ালে কী ঘটে তা দেখার জন্য।

গতি বাড়ানো

পিসির সুইচ অন করার পর থেকে উইন্ডোজ সচিব্র তথা কর্মকাম হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষার সময় যতদিন যাবে ততই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে। তবে কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে পিসির পূর্বের অবস্থার কিছুটা ফিরে পাওয়া যায়।

এজন্য প্রথমে (উইন্ডোজ ৭ এবং ডিষ্টার কেডে) Programs and Features বা এক্সপির কেডে Add or Remove Programs ওপেন করতে হবে Control Panel থেকে এবং পিসিতে ইনস্টল করা প্রোগ্রামের লিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে প্রোগ্রামকে আপনি কখনই ব্যবহার করবেন না, তা অপসারণ করুন। ▶



অবস্থায় যায় এবং উইন্ডোজ দিয়ে কিছুই করা যায় না এখান থেকে। এটি কমপিউটারকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসে যাতে অপারেটিং সিস্টেম রান করতে পারে।

পিসিতে ইনস্টল করা প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে যদি কোনো প্রোগ্রাম উইন্ডোজের সাথে স্টার্ট হওয়ার জন্য সেটি করা থাকে, তাহলে সেই সব প্রোগ্রাম অপসারণ করলে উইন্ডোজের স্টার্টআপ প্রসেসের গতি বেশ বেড়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে।

এরপর পরবর্তী ধাপে যেচাল করে সেখান উইন্ডোজের সাথে কোন কোন প্রোগ্রাম চালু হয়। আর এ কাজটি করার জন্য Start-এ ক্লিক করে সিলেক্ট করুন All programs এবং এরপর সিলেক্ট করুন Startup। এর ফলে প্রোগ্রাম লিস্টেড হবে যেক্ষণের মধ্যে কোনো কোনোটি পিসির জন্য দরকারি হতে পারে যেমন অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম। তবে এসব প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম হাড়া অন্যায় প্রোগ্রাম রিমুভ করলে সিস্টেমের ফাংশনালিটিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়ে না।

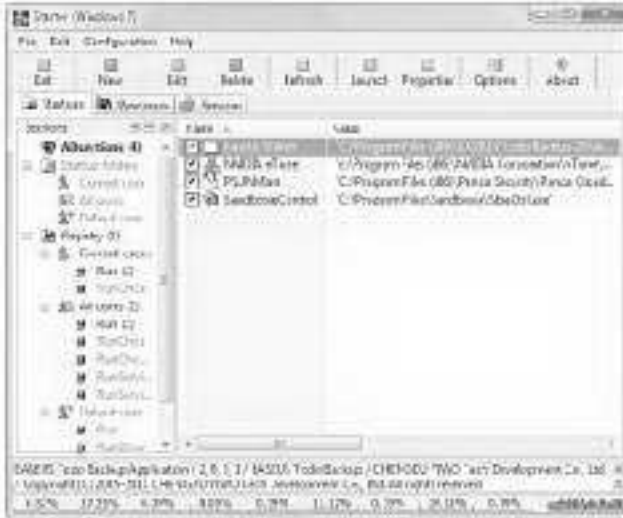
msconfig টুলকে ব্যবহার করা যেতে পারে প্রোগ্রাম ভিত্তি করার জন্য এবং কোনো প্রোগ্রামকে ডিজ্যাবল করার জন্য যা উইন্ডোজের সাথে চালু হয়। আর এজন্য startup ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। তবে প্রতিটি এন্ট্রি কী কাজে ব্যবহার হয় তা নিরূপণ করা। তাই একেত্রে ফ্রি টুল rstart ব্যবহার করা যেতে পারে যা www.apipca.com/x1281 সাইটে থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এবার নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে অপ্রয়োজনীয় আইটেমগুলো ডিজ্যাবল করা যেতে পারে।

হার্ডডিস্ক সুবিন্যস্ত করা

ফাইল ফ্র্যাগমেন্টেশন স্টার্টআপ প্রসেসের গতি কমিয়ে দেয়। যেহেতু স্বতন্ত্র ফাইল হার্ডডিস্ক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাই উইন্ডোজকে ফাইল বুঁজে পেতে এবং লোড করতে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। উইন্ডোজের সাম্প্রতিক ভার্সনে এক টুল সম্পূর্ণ করা হয়েছে যা বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশনের ক্ষেত্রে। এজন্য Start→All Programs→Accessories-এ ক্লিক করে

System Tools-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর Disk Defragmenter-এ ক্লিক করতে হবে। অ্যাডভান্সড টোয়েক

উইন্ডোজের লেডিং সময় কমানোর আরো বেশ কিছু উপায় বা পদ্ধতি রয়েছে। উল্লেখ্যরূপ- অপারেটিং সিস্টেম চালু হওয়ার সময় যে উইন্ডোজ লোগো প্রদর্শিত হয় তা ডিজ্যাবল করার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ড সময় সাশ্রয় করা যায়। এ কাজটি করার জন্য এমএসকনফিগটুলের BOOT.INI বা Boot ট্যাব গ্রুপের করুন এবং উইন্ডোজ এরূপির ক্ষেত্রে



'/NOGUIBOOT' বা উইন্ডোজ ৭ এবং ডিঙ্কার ক্ষেত্রে 'No GUI boot'-এ ক্লিক দিন। এবার Ok-তে ক্লিক করে পিসি রিস্টার্ট করুন।

একই দৃষ্টিকোণ থেকে বায়োসকে (Basic-বেসিক ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম) টোয়েক করে একদম শুরুতেই স্টার্টআপ প্রসেসের সময় বাঁচানো যায়। তবে এ কাজটি শিক্ষাবিশেষের জন্য উপযোগী নয় অর্থাৎ অনভিজ্ঞদের এ ধরনের কাজ করা উচিত নয়। বায়োসকে টোয়েক করার জন্য পিসিকে রিস্টার্ট করুন এবং বায়োস সেটআপ জিনে অ্যাক্সেস করার জন্য Delete বা F2 ফাংশন কী চাপুন। এবার নেভিগেট করার জন্য আরো কী ব্যবহার করুন এবং কোনো অপশন সিলেক্ট করার জন্য

এন্টার চাপুন অথবা 'Escape' চাপুন বতিল করার জন্য অথবা এক লেভেল পেছনে ফিরে যান।

এবার পিসির বুট ডিভাইস সঠিকভাবে অপশন বুঁজে লেখুন বিশেষ করে যেগুলো বুট প্রায়োরিটি (boot priority) বা বুট অর্ডার (boot order) ধরনের কিছু ফেন হয়। ফ্লপি বা সিডি/ডিভিডি ড্রাইভকে প্রথম ড্রাইভ হিসেবে সেটি না করে হার্ডডিস্ককে সেটি করলে আরো কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় সাশ্রয় হবে। আরো চেক করে সেখান কুইক মেমরি টেস্ট এনাবল করা আছে কি না।

এটি এনাবল থাকলে আরো কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় সাশ্রয় হবে। এ কাজগুলো সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসুন। কোনো কোনো অনাকর্ষিতভাবে পিসি চালু কার্ভ হতে পারে, সেকেন্ডে বায়োস ক্রিনকে রিএন্টার করুন এবং বেছে নিন fail-safe defaults অপশন। এরপর সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসুন।

সুইচ অন করা

উইন্ডোজ চালু করার পর অভ্যন্তরীণভাবে কী ঘটে তা হাতেমখেই অপ্রদর্শিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উইন্ডোজের স্টার্টআপ প্রসেসের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয় যখন পিসির সুইচ অন করা হয়। এ লেখ্য ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে স্টার্টআপ প্রসেসকে আরো দক্ষ এবং দ্রুততর করা যায়। তবে এখানে দ্রুততর ও দক্ষ করার মানে এই নয় যে পিসির গতি বিস্মাকভাবে বেড়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে উইন্ডোজের স্টার্টআপ প্রসেসের জন্য অপেক্ষা এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পিসির সুইচ সব সময় অন রাখা বা কাজ শেষে পিসির সুইচ অফ করার পরিবর্তে কমপিউটারকে স্ট্যান্ডবাই অথবা ট্রিপ মোডে রাখা। কিন্তু, এতে কিছুটা এর যেমন অপজয় হবে তেমনই পিসির আয়ুষ্কালও কমবে।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com